JUL 03 2002
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭
যুগান্তর

# কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা গ্রহণকারীদের প্রতি

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর যেসব শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে টাকা গ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে ফরম জমা দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে যেসব শিক্ষক-কর্মচারী অবসর গ্রহণ করে ফরম জমা দেবেন তাদের সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা এই মুহূর্তে ভুলে যান যে কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থনপুষ্ট শিক্ষক সংগঠন করছেন। আমরা সাধারণ শিক্ষকরা দীর্ঘ আন্দোলনের পর আমাদের সরকারি কর্মচারীদের মতো পেনশন সুবিধা নেই বিধায় সারা জীবন শিক্ষকতা করে ঘরে ফেরার সময় কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে এককালীন কিছু পরিমাণ টাকা পাব এই আশায় রয়েছি। যা হোক অবশেষে বিগত সরকারের শেষ সময়ের দিকে শিক্ষকদের এই টাকা দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কি নীতিমালায় কি হিসাবে শিক্ষকদের এই টাকা দেয়া হচ্ছিল তা হয়তো অনেকে সঠিকভাবে না জেনেই চেক গ্রহণ করে নিয়ে গেছেন। কারণ, হয়তো টাকার পরিমাণ দেখে অধিকাংশই একেবারে অসন্তুষ্ট হননি। ইতিমধ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে বলে কল্যাণ ট্রাস্টের কমিটির নতুন করে সদস্য সচিব ও কয়েকজন সদস্য পরিবর্তন হয়েছেন। কথায় আছে 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না।' কিন্তু বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা প্রদানের বেলায় হাকিমের পরিবর্তনের সঙ্গে হুকুমও পরিবর্তন হয়ে গেছে। যেসব শিক্ষক বিগত সরকারের সময়ে ফরম জমা দেয়া সত্ত্বেও সামান্য ভুল-ত্রুটির জন্য পরে সংশোধন করে দেন তারা তাদের চেক গ্রহণ করতে গিয়ে নতুন কমিটির কাছে আর্থিক ক্ষতির শিকার হন। বর্তমান কমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ সব ক্ষেত্রেই পূর্ব কমিটির মাধ্যমের প্রাপ্ত টাকার পরিমাণের অর্ধেকেরও কম। সম্ভবত এখন যারা ফরম জমা দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে জমা দেবেন তারা সবাই হয়তো বর্তমান কমিটির নীতিমালায় প্রথম দিকের শিক্ষকদের তুলনায় অর্ধেকেরও কম পরিমাণ টাকা পাবেন।

শিক্ষক-কর্মচারী ভাই-বোনদের অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা দলমত নির্বিশেষে সবাই নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে দাবি তুলুন পূর্বের কমিটির মাধ্যমে দেয় টাকার হিসাব ও বর্তমান কমিটির মাধ্যমে দেয় টাকার হিসাব পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষকদের জানানো হোক এবং কার নির্দেশে এই বৈষম্য করা হয়েছে তাও জানানো হোক। নিশ্চয়ই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কোন নির্দেশ ছিল না যে ৬০ সদস্যের জাম্বো সাইজ মন্ত্রিপরিষদের খরচ জোগান দিতে বেসরকারি শিক্ষকদের কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা কমিয়ে দেয়া হোক।

পূর্বের কমিটি যে পরিমাণ টাকা দিয়েছিলেন তাতে কোন কমিটি মেম্বার নিজের পকেট থেকে বাড়তি টাকা দেননি সুনাম অর্জনের জন্য। অথবা ফান্ডের টাকা নিশ্চয়ই মেরে নিয়ে যাননি। তাহলে বর্তমান কমিটি পূর্বের নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষকদের টাকা দেবেন না কেন? সরকারের এতসব বিষয়ে অহেতুক খরচের দিকে নজর না দিয়ে শিক্ষক সমাজের খাবার পাতে নজর দেয়াটা খুবই দুঃখজনক।

**জোবাইদা খাতুন**
বঙ্গবন্ধু রোড, নারায়ণগঞ্জ।